পূর্বাভাস মাঝিয়ানের

পারদ নামবে পাঁচের নীচে

পতিরাম, ১১ জানুয়ারি ঃ দাপিয়ে ব্যাটিং করছে শীত। কনকনে হাওয়ায় জবুথবু মালদা থেকে বালুরঘাট, রায়গঞ্জ থেকে কালিয়াগঞ্জ। তবে এখনই শীতের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার যে কোনো আশা নেই, তা জানিয়ে দিল মাঝিয়ান। মাঝিয়ানের বক্তব্য, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে মালদা ও দুই দিনাজপুরের তাপমাত্রা ৫ ডিগ্রিতে নামতে পারে। বৃহস্পতিবার বালুরঘাটের সর্বনিম্না তাপমাত্রা দাঁড়ায় ৭.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। সারাদিন কুয়াশা ঘেরা আবহাওয়ায় রৌদ্রের দেখা সেভাবে না মেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা দাঁড়িয়ে গেল ১৫.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। অন্যদিকে, মালদা জেলায় এদিনের তাপমাত্রা ছিল যথাক্রমে ৮.৮ ডিগ্রি এবং ২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মূলত উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বয়ে চলা কনকনে হিমেল হাওয়া পরিস্থিতিকে একেবারে শোচনীয় করে তুলেছে। শীতে একেবারে জবুথবু মানুষজন প্রাণ বাঁচাতে ঘর ছেড়ে বেরোতে চাইছেন না কিংবা আগুন জ্বালিয়ে উত্তাপ নিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করছেন। আগামী ১৩ জানুয়ারি থেকে শীতের পরিমাণ কমে আবহাওয়ার উন্নতির পূর্বাভাস থাকলেও এদিন মাঝিয়ান আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রের নোডাল অফিসার ড. জ্যোতির্ময় কারফরমা ও আবহাওয়া পর্যবেক্ষক সুমন সূত্রধর বৃহস্পতিবার পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, উত্তর-পশ্চিমের হিমেল হাওয়ার বাড়বাড়ন্তের জন্য আগামী কয়েকদিনের মধ্যে দুই জেলার তাপমাত্রা আবারও ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নামতে পারে। উল্লেখ্য, গত ৮ জানুয়ারি বালুরঘাটের তাপমাত্রা সাড়ে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে দাঁড়ায়। মালদার তাপমাত্রা নেমেছিল ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি। এই অবস্থায় পুনরায় তাপমাত্রার পতন হলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠবে বলে সকলে আশঙ্কা করছেন। তীব্র শীতে যে সমস্ত বিশেষ ধরনের ফসল রয়েছে (যেগুলি সচরাচর সর্বত্র বেশি দেখা যায় না) তার ক্ষতি হতে পারে বলে জ্যোতির্ময়বাবু জানালেন। এছাড়া দুর্বল, অসুস্থ, শিশু ও বয়স্ক মানুষজনের প্রাণসংশয় হতে পারে। সুতরাং শীত যেন আর ভয়ংকররূপে ফিরে না আসে তা মনেপ্রাণে চাইছেন মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুরের সাধারণ মানুষ। **–সংবাদ নিউজ সার্ভিস**

পুলিশের উদ্যোগে পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ

নিউজ ব্যুরো, ১১ জানুয়ারি ঃ পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার বক্সিরহাট থানার উদ্যোগে আয়োজন করা হল এক শোভাযাত্রা ও আলোচনা সভার। রাস্তায় হেলমেটহীন পথচারীদের চকোলেট খাইয়ে ও হেলমেট পরিয়ে সচেতন করা হয় বলে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। এদিন চালসাতেও সপ্তাহব্যাপী পথ নিরাপত্তা সপ্তাহের আনুষ্ঠানিক সূচনা হল। মেটেলি থানার ওসি প্রবীর দত্ত বলেন, এই উপলক্ষ্যে মেটেলি থানা জুড়ে সপ্তাহব্যাপী নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ উপলক্ষ্যে ময়নাগুড়িতে অনুষ্ঠিত হল সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফের অনুষ্ঠান। বিভিন্ন প্রচার সহ বিলি করা হয় লিফলেট। চোপড়াতেও পুলিশের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় সচেতনতা শিবির। এদিন করণদিঘি থানার টুঙ্গিদিঘিতে পথ নিরাপত্তা শিবির করল করণদিঘি থানার পুলিশ।

আপনার মতামত

আজকের প্রশ্ন

? পাহাড় নিয়ে বিমল গুরুংয়ের সঙ্গে আলোচনায় রাজ্য সরকার কি রাজি হবে ?

SMS করুন।

আপনার মোবাইলের মেসেজ option থেকে type করুন UBSOPINION স্পেস দিয়ে লিখুন **YES** বা **NO** পাঠিয়ে দিন 575756 নম্বরে বিকেল চারটের মধ্যে।

গতকালের প্রশ্ন

খুচরো ব্যবসায় ১০০ শতাংশ বিদেশি বিনিয়োগের অনুমোদনে দেশের ছোটো ব্যবসায়ীদের কি নতুন কোনো সমস্যা হবে ?

হ্যাঁ	না
৬৩%	৩৭%

দিনের কথা

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে সম্মান দিয়েছে, তা মাথায় তুলে রাখব। এই সম্মান গ্রহণ করলেও তা ব্যবহার করব না।

–মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

(সাম্মানিক ডি-লিট গ্রহণ অনুষ্ঠানে)

আবহাওয়া

১১ জানুয়ারির তাপমাত্রা

	সর্বোচ্চ (ডি.সে.)	সর্বনিম্ন (ডি. সে.)
কলকাতা	২৩.১	১১.৫
শিলিগুড়ি	২.০৫	৯.৬
জলপাইগুড়ি	২০.০	৮.৮
কোচবিহার	২১.৭	৮.২
মালদা	১৮.৩	৯.০
রায়গঞ্জ	১৭.৭	৯.০
আলিপুরদুয়ার	২১.৩	৭.৬
গ্যাংটক	১৩.৬	৪.৬

শুক্রবারের পূর্বাভাস ঃ পরিষ্কার আকাশ।

উত্তরের বনাঞ্চলে আরও ১৫০টি ক্যামেরা বসাবে বন দপ্তর

বেঙ্গল সাফারিতে ভল্লুক ও ফিশিং ক্যাট সাফারির উদ্‌বোধন

শিলিগুড়ি ও কোচবিহার, ১১ জানুয়ারি ঃ সম্প্রতি নেওড়াভ্যালিতে ট্র্যাপ ক্যামেরায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের অস্তিত্ব ক্যামেরাবন্দি হয়েছে। বন দপ্তর সূত্রে খবর, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার ছাড়াও আরও বহু প্রজাতির বন্যপ্রাণীর ছবি ইতিমধ্যে ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। তাই আরও অন্য প্রজাতির বন্যপ্রাণীর খোঁজ পেতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন বনাঞ্চলে আরও ১৫০টি ক্যামেরা বসাতে চলেছে বন দপ্তর। ভুটান সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই কাজ করা হবে। ইতিমধ্যে ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো এবং আরও বেশ কয়েকটি বিষয় নিয়ে বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। কাজিরাঙ্গায় এই প্রশিক্ষণ চলছে। বৃহস্পতিবারই কোচবিহারে পুলিশের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে এসে এই কথা জানিয়েছেন রাজ্যের বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন। অন্যদিকে, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারি পার্কে হিমালয়ান ব্ল্যাক বিয়ার সাফারির উদ্‌বোধনের পর শীঘ্রই শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে বাইসন আনার কথাও জানিয়েছেন তিনি।

নেওড়াভ্যালিতে আগেই বসানো হয়েছিল ২২টি ট্র্যাপ ক্যামেরা। ট্র্যাপ ক্যামেরায় বাঘ ও অন্যান্য প্রজাতির বন্যপ্রাণীর ছবি ধরা পড়ায় নেওড়াভ্যালি, জলদাপাড়া, গরুমারা, বক্সায় আরও ১৫০টি ক্যামেরা বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য বন দপ্তর। এদিন বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন বলেন, 'আমরা উত্তরের বনাঞ্চলে আরও ১৫০টি ট্র্যাপ ক্যামেরা বসাব। ভুটান সরকারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে শুরু হবে এই কাজ। এই জঙ্গলগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই ভুটান সীমান্ত সংলগ্ন হওয়ায় এই প্রক্রিয়ায় ভুটানের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করবে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। ইতিমধ্যে বিষয়টি নিয়ে ভুটান সরকারের সঙ্গে একদফা বৈঠকও করেছে রাজ্য। পশ্চিমবঙ্গ এবং ভুটানের যৌথ উদ্যোগেই কাজিরাঙ্গায় শুরু হয়েছে একটি প্রশিক্ষণ শিবির। উত্তরবঙ্গের বনকর্মীদের একটি অংশের প্রশিক্ষণ হচ্ছে সেখানে। অসমের বনকর্মীরা ট্র্যাপ ক্যামেরা চালানোয় পারদর্শী। তাঁরাই উত্তরের বনকর্মীদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন।' বনমন্ত্রী জানান, শীঘ্রই শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে বাইসন আনার কথা রয়েছে। কিন্তু বেশকিছু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে বাইসনকে বাগে আনতে বনকর্মীদের ছোড়া ঘুমপাড়ানি গুলিতে মৃত্যু হয়েছে বাইসনের। তাই বাইসন আনার আগে এবিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে কয়েকজন বনকর্মীকে পাঠানো হয়েছে মধ্যপ্রদেশে। সেখানেই 'বোমা' পদ্ধতিতে বাইসন ধরা শিখছে বনকর্মীদের একটি দল। তারা প্রশিক্ষণ সেরে ফিরলেই বেঙ্গল সাফারিতে বাইসন আনার তোড়জোড় শুরু হবে বলে বন দপ্তর সূত্রে খবর। এদিন বেঙ্গল সাফারিতে ভল্লুক সাফারি ও ফিশিং ক্যাট সাফারির উদ্‌বোধন করেন বনমন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন এবং রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। মার্চেই বেঙ্গল সাফারিতে লেপার্ড সাফারি শুরু করার আশ্বাস দিয়েছেন বনকর্তারা। পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব বলেন, 'এবছর বেঙ্গল সাফারিতে এক কোটি ছাব্বিশ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে। আমরা আশা করছি পরের বছর তা দুই কোটিতে গিয়ে দাঁড়াবে।'

এশিয়াটিক ব্ল্যাক বিয়ার সাফারী
শ্রী গৌতম দেব শ্রী বিনয় কৃষ্ণ বর্মন
মাননীয় মন্ত্রী, পর্যটন দপ্তর
মাননীয় মন্ত্রী, বন দপ্তর
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
তারিখ ঃ ১১ই জানুয়ারী, ২০১৮

বৃহস্পতিবার বেঙ্গল সাফারিতে এশিয়াটিক ব্ল্যাক বিয়ার সাফারি উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে দুই মন্ত্রী বিনয়কৃষ্ণ বর্মন ও গৌতম দেব। ছবি ঃ সৌরভ জোয়ারদার

গৌড়বঙ্গের হিসাবে চক্ষু চড়কগাছ তদন্ত কমিটির

মালদা, ১১ জানুয়ারি ঃ গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তে নেমে হতবাক তদন্তকারীরা। রুশার (রাষ্ট্রীয় উচ্চতর শিক্ষা অভিযান) টাকায় উন্নয়নের নামে অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগে রাজ্য সরকারের নির্দেশে সেই তদন্ত শুরু করেছে জেলা প্রশাসন। তদন্ত কমিটির নেতৃত্বে রয়েছেন অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) আর ভিমলা। তদন্ত নিয়ে তিনি কিছু বলতে না চাইলেও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তদন্ত কমিটির একাধিক সদস্য জানিয়েছেন, রুশা প্রকল্পের অর্থ যেভাবে নয়ছয় করা হয়েছে, তার শিকড় অনেক গভীরে। টেন্ডার ছাড়াই ঠিকাদার সংস্থাকে কাজের বরাত দেওয়া, কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও একটি সংস্থাকে বিশেষ এক কোম্পানির এসি মেশিনের বরাত দেওয়া, চার আধিকারিকের ঘরের ইন্টেরিয়ার ডেকোরেশনের ক্ষেত্রে অকল্পনীয় খরচ, কিছু ক্ষেত্রে ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্টের থেকে বেশি অর্থ খরচ সহ একাধিক বিষয় সামনে উঠে আসছে। সবচেয়ে বড়ো বিষয়, এক কোটি টাকারও বেশি খরচের ভাউচারের কোনো হদিস পাওয়া যাচ্ছে না।

জানা গিয়েছে, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ও পঠনপাঠনের উন্নয়নের জন্য রুশা ১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ করে। গত দু'বছরে বরাদ্দ অর্থের মধ্যে প্রায় ৮ কোটি টাকা খরচ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এই খরচে প্রচুর দুর্নীতি করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছিল বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও ছাত্র সংগঠন। গোটা বিষয়টি জেনে ক্ষুব্ধ শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এনিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেন। রাজ্যের রুশা বিভাগ শিক্ষামন্ত্রীর সেই নির্দেশিকার ভিত্তিতে জেলাশাসককে চিঠি পাঠায়। গোটা ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয় জেলাশাসককে। জেলাশাসক কৌশিক ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত জেলাশাসক (সাধারণ) আর ভিমলার নেতৃত্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। এই তদন্ত রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে রুশার অর্থ ব্যবহারের অনুমতি দেবে রাজ্য সরকার। রুশার বকেয়া ৪ কোটি টাকা বিশ্ববিদ্যালয় পাবে কিনা তাও নির্ভর করছে তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ওপর।

সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে ওঠা আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে তদন্ত শুরু করে জেলাশাসককে নিয়ে গঠিত কমিটি। প্রাথমিক হিসাব দেখেই চক্ষু চড়কগাছ কমিটির সদস্যদের। দেখা যায়, এক কোটি টাকার বেশি খরচের কোনো ভাউচার নেই। অথচ হিসাবের খাতাপত্রে সেই বিল মেটানো হয়ে গিয়েছে। ভাউচার ছাড়া কীভাবে এত টাকার বিল মেটানো হল, তা কেউ বুঝে উঠতে পারছেন না। তদন্তে আরও উঠে এসেছে, রুশার অর্থে চার আধিকারিকের কক্ষের ইনটেরিয়ার ডেকোরেশনের বিষয়ও। এর মধ্যে রয়েছে বিত্ত আধিকারিক, কলেজ সমূহের পরিদর্শক, উন্নয়ন আধিকারিক ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারের ঘর। এই চারটি ঘরের ব্যবস্থাপনা যে কোনো বহুজাতিক সংস্থার কার্যালয়কে টেক্কা দেবে। অভিযোগ, অকারণে এই চারটি ঘরের ইনটেরিয়ার ডেকোরেশনের ক্ষেত্রে পেরিয়ে গিয়েছে ডিটেইলড প্রোজেক্ট রিপোর্টে দেখানো খরচ। প্রশ্ন উঠেছে আরও। তদন্তকারীরা জেনেছেন, রুশার অর্থে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসগুলিতে শতাধিক এসি মেশিন বসানো হয়েছে। সেগুলির প্রতিটি বাজার দর থেকে প্রায় ১৪ হাজার টাকা বেশি দাম দিয়ে কেনা হয়েছে। একটি বিশেষ কোম্পানিরই এসি মেশিন কেনা হয়। তার বরাত দেওয়া হয় সরকার অধিগৃহীত একটি নির্মাণ সংস্থাকে। যে সংস্থার নির্মাণকাজের অভিজ্ঞতা থাকলেও এসি মেশিন সংক্রান্ত কোনো অভিজ্ঞতা নেই। এক্ষেত্রেও টেন্ডার ডেকে বরাত দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, এককেটি এসি মেশিন ইনস্টল করতে যেখানে সর্বাধিক এক হাজার টাকা খরচ হয়, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে এককেটি মেশিন ইনস্টল করার খরচ দেখানো হয়েছে ৬ হাজার টাকা। তদন্ত কমিটির সদস্যরা জানিয়েছেন, রুশার টাকা খরচের হিসাবের প্রতিটি অংশ আতশকাচের নীচে রয়েছে। প্রকৃত তদন্তের পরেই তার রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হবে। এব্যাপারে অতিরিক্ত জেলাশাসক আর ভিমলা শুধু জানান, ইতিমধ্যে দু'দফা তদন্ত হয়েছে। কাজ এগোচ্ছে। শীঘ্রই তদন্তের রিপোর্ট জমা পড়বে।

উল্লেখ্য, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য গোপালচন্দ্র মিশ্রের সময়কালেই রুশার অর্থ নয়ছয়ের অভিযোগ ওঠে। যেদিন তিনি নিজের পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন, সেদিনই শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছিলেন, রুশার অর্থ নিয়ে যেসব অভিযোগ উঠেছে তার তদন্ত হবে। তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে কেউ পার পাবেন না।

পাহাড় শান্ত, মানতে নারাজ বিমান

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ঃ বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু বলেন, 'পাহাড়ে অশান্তি দূর করতে তাঁরা বারবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক চেয়েছিলেন। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি।' তাঁর মতে, বর্তমানে পাহাড়ের পরিস্থিতি শান্ত হয়েছে বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হলেও বাস্তবে তা নয়। এখনও সেখানে আগুন ধিকিধিকি জ্বলছে। তাঁর বক্তব্য, পাহাড়ে পাকাপাকিভাবে শান্তি ফেরাতে হলে সবাইকে নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন।

বিজেপির কর্মশালা

চোপড়া, ১১ জানুয়ারি ঃ বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা নেতৃত্বের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার চোপড়া ব্লকের সোনাপুরে দলীয় কর্মীদের নিয়ে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। এলাকার মোট তিনটি মণ্ডল কমিটির প্রায় ২০০ কর্মী প্রতিনিধি এদিনের কর্মশালায় অংশ নেন। অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি নির্মল দাম, দলীয় জেলা সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ সেন প্রমুখ আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন উপলক্ষ্যে এদিন চোপড়া ব্লকের দলীয় কর্মীদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয় বলে জেলা সাধারণ সম্পাদক সুরজিৎ সেন জানান।

জমি হাতবদল

প্রথম পাতার পর

জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি একসঙ্গে দোকানের পুরো দাম মেটাতে পারেননি। তাই তাঁকে সাত দিনের সময় দেওয়া হয়েছে। ওই সময়ের মধ্যে পুরো টাকা মেটাতে না পারলে পরবর্তীতে তিনি আর ওই দোকান ঘরের দাবি করতে পারবেন না এবং দোকানঘরটি অন্য কাউকে বিক্রি করে দেওয়া হবে বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩ নম্বর বরো কমিটির চেয়ারম্যান তথা ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার নিখিল সাহানী বলেন, 'এলাকার কাউন্সিলার হলেও হকার্স কর্ণার ব্যবসায়ী সমিতি আমাকে কোনো বিষয়ে কিছু জানায় না। বেআইনিভাবে দোকান বিক্রির অভিযোগ আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি। নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ পেলে রেলের কাছে সেই অভিযোগ পাঠিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলবো।'

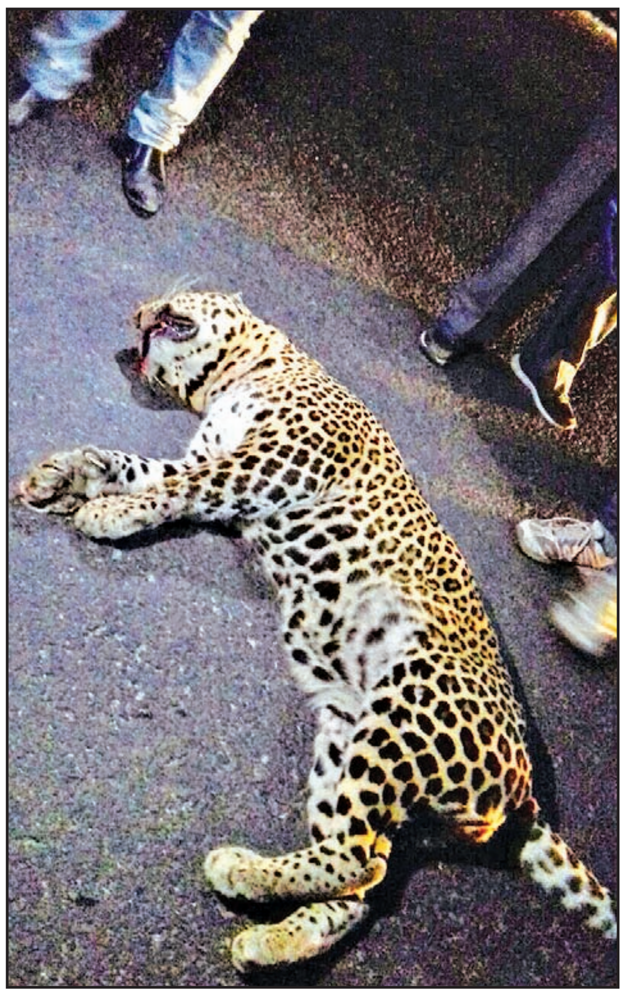

হাসিমারার কাছে ৩১সি জাতীয় সড়কে বৃহস্পতিবার রাতে একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের দেহ উদ্ধার করা হয়। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের নীলপাড়া রেঞ্জের সামনে উদ্ধার করা ওই চিতাবাঘটি সম্ভবত কোনো দ্রুতগামী গাড়ির ধাক্কায় মারা গিয়েছে বলে সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক বিমল দেবনাথ জানিয়েছেন। –সংবাদচিত্র

কুয়াশা কেটে এগোতে ট্রেনে নয়া যন্ত্র

প্রথম পাতার পর

রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম চন্দ্রভীর রমন জানালেন, কুয়াশার মরশুমে ট্রেন চালাতে খুবই সমস্যা হয়। চালকরা সিগন্যাল দেখতে পারেন না। ফলে ট্রেনের গতি কমে যায়। এবার নতুন মেশিন আসার ফলে আর সমস্যা হবে না। পাশাপাশি, আগে চালক সিগন্যাল দেখতে পেত না বলে প্রতি স্টেশনে রেলকর্মীদের বিশেষ একটি কাজ করতে হত। তারা স্টেশনে ঢোকার আগে হোম সিগন্যালের সামনে নির্দিষ্ট একটি স্থানে ডিটোনেটর ফাটাত। তারপর চালক সিগন্যাল দেখতেন এবং ট্রেন নিয়ে স্টেশনে আসতেন। এবার থেকে সেই কাজও আর করতে হবে না। ট্রেনচালকদের মধ্যে অনেকেই জানালেন, সিগন্যালের উপরই ট্রেন চলে। কুয়াশার জন্য সিগন্যাল শীতকালে দেখা যায় না ঠিকভাবে। নতুন মেশিনটি পাওয়ায় খুবই ভালো হল। এবার আর সমস্যা হবে না।

উল্লেখ্য, বর্তমানে কুয়াশার জন্য একাধিক ট্রেন বিলম্বে চলছে। লক্ষ লক্ষ রেলযাত্রী যেমন সমস্যায় পড়ছেন, পাশাপাশি আর্থিকভাবে ক্ষতিরও মুখে পড়ছে রেল। এছাড়াও কুয়াশার কারণে ট্রেন দুর্ঘটনার নজিরও আছে বহু।

শিশু সুরক্ষায় ব্যবস্থা

কলকাতার ৪টি স্কুলে নতুন প্রযুক্তি

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি ঃ সন্তানকে স্কুলে পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত থাকার দিন আর নেই। গুরুগ্রামের রায়ান ইন্টারন্যাশনাল স্কুলে প্রদ্যুম্ন হত্যাকাণ্ড কিংবা হরিয়ানায় স্কুলচত্বরে নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, স্কুলে গিয়েও পড়ুয়া নৃশংসতার শিকার হতে পারে। এমনকি মৃত্যুও হতে পারে তার। শহর কলকাতার দু'টি স্কুলের ঘটনা ইতিমধ্যেই অভিভাবক মহলে আতঙ্ক তৈরি করেছে। বিদ্যালয়ে গিয়ে ছেলেমেয়েরা বাড়িতে ফিরে আসা না পর্যন্ত মা-বাবার উদ্বেগ কাটে না। দুশ্চিন্তা থেকে তাঁদের রেহাই দিতে এক বিশেষ প্রযুক্তির আশ্রয় নিয়েছে কলকাতার চারটি স্কুল। রেডিয়ো ফ্রি কোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন (আরএফআইডি) ব্যবস্থার মাধ্যমে পড়ুয়ারা স্কুল-ক্যাম্পাসের কোথায় কী করছে, তা তৎক্ষণাৎ জানতে পারছেন অভিভাবকরা।

ওই বিশেষ প্রযুক্তি সমন্বিত ব্যাজটি শিক্ষক, শিক্ষার্থী, শিক্ষাকর্মী, বিদ্যালয়ের অন্য কর্মীদের বুকে লাগানো থাকবে। ব্যাজের সঙ্গে সংযোগ থাকবে অভিভাবকদের মোবাইল ফোনের। সেখান থেকেই অভিভাবক জানতে পারছেন সন্তানের তাৎক্ষণিক অবস্থা। স্কুলে অপরিচিত কোনো ব্যক্তির প্রবেশও তাতে ধরা পড়বে। নির্মাণ সংস্থার কর্মী, ইলেকট্রিক কিংবা জলের পাইপ সারাতে মিস্ত্রির প্রবেশ-সবই জানতে পারবেন বাবা-মায়েরা। এই জাপানি প্রযুক্তি ব্যবস্থা পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশে চালু হয়েছে। সূত্রের খবর, দক্ষিণ কলকাতার একটি মেয়েদের স্কুলে, মধ্য কলকাতার একটি ছেলেদের স্কুলে এবং ইস্টার্ন বাইপাসের নতুন দুটি স্কুলে আরএফআইডি চালু হয়েছে।

মুসলিমদের জন্য সওয়াল দিলীপ মুকুলের

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি (সংবাদ) ঃ শুধুমাত্র হিজাব পরলে বা ইমামদের ভাতা দিলেই মুসলিম সম্প্রদায়ের কাছের লোক হওয়া যায় না। বৃহস্পতিবার ধর্মতলার ওয়াই চ্যানেলে বিজেপির সংখ্যালঘু সেলের প্রকাশ্য অধিবেশনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। ওই একই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সদ্য তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া মুকুল রায় তৃণমূল কংগ্রেসের নাম উল্লেখ না করে বলেন যে, কংগ্রেস, বামফ্রন্ট সহ এ রাজ্যে যারাই ক্ষমতায় এসেছে তারা কেউই সংখ্যালঘুদের জন্য কিছু করেনি। বাংলায় দাঁড়িয়ে বিভাজনের রাস্তা তৈরি করেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানান, যেন তিনি তাঁর রাজত্বকালে এ রাজ্যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কতজন চাকরি পেয়েছেন তার একটা তালিকা প্রকাশ করেন।

গৌতমকে নিয়ে তৃণমূল কাউন্সিলাররা রবির দ্বারস্থ

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ উন্নয়নের বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৮ জন তৃণমূল কাউন্সিলার। এনিয়ে নালিশ গেল খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। এরপরই নির্দেশ, শিলিগুড়ির ওই ওয়ার্ডগুলির উন্নয়ন করতে হবে। মূলত মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশেই তৎপর হচ্ছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন, পর্যটন ও পূর্ত দপ্তর। বৃহস্পতিবারই বিষয়টি নিয়ে আলোচনায় বসেন পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব। ঠিক হয়েছে, তৃণমূল কাউন্সিলাররা ১৭ তারিখ দেখা করবেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী রবীন্দ্রনাথ ঘোষের সঙ্গে। উত্তরকন্যায় ওই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন পর্যটনমন্ত্রীও। পুরনিগমের ১৮ জন তৃণমূল কংগ্রেস কাউন্সিলারের ওয়ার্ডে উন্নয়নমূলক কাজের জন্য অনুরোধ করা হবে উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রীকে। পাশাপাশি পুরনিগমের তৃণমূলের কাউন্সিলার থাকা ওয়ার্ডগুলিতে বঞ্চনার অভিযোগ নিয়ে বামেদের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরও ধারালো করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।

আগের ঘোষণামতোই এদিন তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয়ে দলীয় কাউন্সিলারদের নিয়ে বৈঠকে বসেন পর্যটনমন্ত্রী তথা দলের দার্জিলিং জেলার সভাপতি গৌতম দেব। বৈঠকে দলীয় কাউন্সিলাররা মন্ত্রীকে বলেন, নিজেদের ওয়ার্ডে তাঁরা নাগরিকদের কাছে প্রতিনিয়ত কথা শুনছেন। কারণ রাজ্য সরকার এবং রাজ্যসভার বাম সাংসদদের থেকে যে অর্থ পুরনিগম পাচ্ছে তা দিয়ে শুধুমাত্র বামেদের ওয়ার্ডেই কাজ হচ্ছে।

সমস্যা উন্নয়ন নিয়ে

একইভাবে কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদের অর্থে কংগ্রেসের ওয়ার্ড ও বিজেপি সাংসদের বরাদ্দকৃত অর্থে বিজেপির কাউন্সিলার থাকা ওয়ার্ডে কাজ হলেও আমাদের ওয়ার্ডে কাজ হচ্ছে না। গৌতমবাবু তাঁদের আশ্বাস দেন, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করা হবে।' বৈঠক শেষে এদিন গৌতমবাবু বলেন, '১৮টি ওয়ার্ড বঞ্চিত হচ্ছে। আমরা রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করছি। পুরনিগম কোনো কাজ করছে না তৃণমূল কাউন্সিলারদের ওয়ার্ডে। সেই কারণে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর, পূর্ত দপ্তরের সঙ্গে কথা বলব। উত্তরকন্যায় ১৭ তারিখ বৈঠক হবে। সেখানে কোন ওয়ার্ডে কোন কাজ হবে তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হবে।'

এদিন গৌতমবাবু আরও বলেন, 'রাজ্য সরকার অর্থ দিচ্ছে না বলে মেয়র যা বলছেন তার কোনো সত্যতা নেই। আমরা শ্বেতপত্র প্রকাশ করে জানিয়েছি রাজ্য সরকার কীভাবে শিলিগুড়ি পুরনিগমকে সাহায্য করেছে। মেয়র মুখে বলেন, তাঁরা নাকি কাজের জন্য অর্থ বরাদ্দ ক্ষেত্রে কোনোরকম বৈষম্য করেন না। অথচ পুরনিগমের তৃণমূল কাউন্সিলারদের ওয়ার্ডগুলিতে কোনো কাজ করা হচ্ছে না।' যদিও মেয়র অশোক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'আমি তো চাই গৌতমবাবু ফের উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী ও এসজেডিএ-র চেয়ারম্যান হন। তাহলে অন্তত শিলিগুড়ির উন্নয়নটা হবে।' অশোকবাবু আরও বলেন, 'আমরা প্রাপ্য টাকা চাইতে বহুবার মন্ত্রীদের চিঠি দিয়েছি। কিন্তু রাজ্য সরকার আমাদের প্রাপ্য টাকা দিচ্ছে না। গৌতমবাবু পরেরবার আমাদের সঙ্গে চলুন না মন্ত্রীদের কাছে। তাহলে হয়তো কিছু টাকা আমরা পেতে পারি।'

বাইসনের মাংস উদ্ধার, দুষ্কৃতীরা পলাতক

কালচিনি, ১১ জানুয়ারি ঃ বুনো বাইসন শিকার করে তার মাংস দিয়ে বনভোজনের আগেই বনকর্মীরা তা উদ্ধার করে ফেলায় বনভোজন আর করা হল না একদল দুষ্কৃতীর। ঘটনায় চোরাশিকারিদের সঙ্গে বনকর্মীদের গুলির লড়াইও হয়। কিন্তু রাতের অন্ধকারে চোরাশিকারির দল পালিয়ে যায়। তবে বনকর্মীরা উদ্ধার করেছেন দুই বস্তা ভরতি বাইসনের কাটা মাংসের টুকরো। ঘটনাটি বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের পানা রেঞ্জের আদমা বিটে গত মঙ্গলবার রাতে ঘটেছে। বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরে পানা রেঞ্জের বনকর্মীরা টহলদারিতে ছিলেন। আদমা বিটের ২ নম্বর কম্পার্টমেন্টে বনকর্মীরা পৌঁছাতেই কয়েকজন দুষ্কৃতীকে তাঁরা দেখতে পান। এরপর বনকর্মীরা দুষ্কৃতীদের লক্ষ করে ছররা গুলি ছুড়লে গুলি লক্ষভ্রষ্ট হয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীর দল। কিন্তু তাদের সঙ্গে থাকা দুটি বস্তা ফেলে রেখে যায়। বস্তা দুটি খুলে বনকর্মীরা একটি বাইসনের কাটা মাংসের টুকরো ও হাড় উদ্ধার করেন।

বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের উপক্ষেত্র অধিকর্তা কল্যাণ রাই বলেন, প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে স্থানীয় দুষ্কৃতীরাই মাংসের লোভে বাইসনটিকে মেরে তার মাংস কেটে নিয়ে যাচ্ছিল। বনকর্মীরা সঠিক সময়ে পৌঁছে যাওয়ায় তাদের সেই উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তবে বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে শুরু হয়েছে কড়া নজরদারি। দুষ্কৃতীদের ধরতে চিরুনি তল্লাশিও চলছে। বন দপ্তর সূত্রেই জানা গিয়েছে, চা বাগান ও বনবস্তিতে বন্যপ্রাণী শিকার করে তার মাংস দিয়ে বনভোজন করার প্রথা রয়েছে বহু যুগ থেকে। শীতের সময় এই প্রবণতা অনেকটাই বেড়ে যায়। ফলে বনকর্মীদের অতিরিক্ত নজরদারি চালাতে হয়। প্রায় বছর দুয়েক আগেও আদমাতেই একটি বুনো বাইসনকে হত্যা করেছিল কালচিনির একটি চা বাগানের কয়েকজন দুষ্কৃতী। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হওয়ায় বনকর্তাদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। উপক্ষেত্র অধিকর্তা বলেন, মৃত বাইসনের দেহ ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য ল্যাবে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশের উদ্যোগে ছয় বছর পর মাকে ফিরে পেল ছেলে

সাহেবগঞ্জ ও রাজগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি ঃ ছয় বছর আগে স্বামী পরিত্যক্তা সরলা দেসরকার (৪৪) মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায় বাড়ি ছেড়ে নিখোঁজ হয়ে যান। তাঁর একমাত্র সন্তান মনোজের বয়স তখন বারো। এরপর বিভিন্ন জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে অবশেষে সাহেবগঞ্জ থানার নটকোবাড়িতে পৌঁছান। বুধবার রাতে নয়াহাট ফাঁড়ির পুলিশ সাহেবগঞ্জ থানার অধীন নটকোবাড়ি চৌপথি থেকে তাঁকে উদ্ধার করে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে তাঁর বাড়ির ঠিকানা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে জলপাইগুড়ির কোতোয়ালি থানায় গোটা বিষয়টি জানায় পুলিশ। এরপর সরলাদেবীর ছেলে মনোজ বৃহস্পতিবার সাহেবগঞ্জ থানায় এসে ওসি দীপোজ্জ্বল ভৌমিকের সঙ্গে দেখা করে প্রয়োজনীয় প্রমাণপত্র দেয়। ছয় বছর পর দেখা হল মা ও ছেলের। একমাত্র সন্তানকে কাছে পেয়ে বুকে জড়িয়ে ধরেন সরলাদেবী। রাজগঞ্জ কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র মনোজ বলেন, মাকে খুঁজে বেড়াতাম এতদিন। মাকে ফিরে পেয়ে আমি যে কতটা খুশি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না।

বেলাকোবা ফাঁড়ির ওসি রাজীবকুমার নন্দী বলেন, বুধবার দিনহাটার নয়াহাট ফাঁড়ি থেকে ওই মহিলার সন্ধান দেওয়া হয়। ওসি বলেন, অনেক খোঁজাখুঁজির পর ওই মহিলার পরিবারের খোঁজ পাওয়া গেছে। এদিকে বেলাকোবার বড়বাড়ি হাসপাতালপাড়ায় ওই পরিবার এদিন খুশিতে আত্মহারা। খুশি পাড়ার বাসিন্দারাও। পুলিশের সহযোগিতা নিয়ে পরিবারের সদস্যরা এদিন কোচবিহার জেলার নয়াহাট ফাঁড়িতে গিয়ে সরলাদেবীকে বাড়িতে নিয়ে আসেন।

উত্তর-পূর্ব, কাশ্মীরে আফস্পা লঘু করার ভাবনা

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি ঃ জম্মু-কাশ্মীর এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে 'সশস্ত্র বাহিনী বিশেষ ক্ষমতা আইন' (আফস্পা) শিথিল করার দাবি বহু দিনের। সেই দাবি মেনে নেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্র। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে আফস্পা লঘু করা নিয়ে প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের মধ্যে বেশ কয়েক দফা আলোচনা হয়েছে। এর আগে সুপ্রিমকোর্ট জানিয়েছিল, আফস্পার প্রয়োগের চেয়ে অপপ্রয়োগ বেশি হচ্ছে। যথেচ্ছ গ্রেফতার, হেনস্তা, এমনকি বিচার বহির্ভূত হত্যার ঘটনাও ভূরিভূরি ঘটছে ওই রাজ্যগুলিতে। এই আইনের পুনর্বিচার জরুরি বলে মন্তব্য করেছিল শীর্ষ আদালত। সেই রায়কে সামনে রেখেই ওই আইনের ৪ ও ৭ নম্বর ধারাটি লঘু করার কথা ভাবা হয়েছে। সম্প্রতি রাজ্যসভায় প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুভাষ ভামরে এই কথা জানান।

সোনার বিস্কুট সহ ধৃত ২

কিশনগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ইসলামপুর থানার ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও কিশনগঞ্জ থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে সাড়ে তিন লক্ষ টাকার একটি সোনার বিস্কুট সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম মজিবুর রহমান এবং পারভেজ আলম। দুইজনই গোয়ালপোখর থানার শোলপাড়া সীমান্ত এলাকার বাসিন্দা। এই ঘটনায় কিশনগঞ্জের এক সোনার ব্যবসায়ী পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। ধৃতরা কিশনগঞ্জে সোনারপট্টি এলাকার একটি সোনার দোকানে ওই বিস্কুট বিক্রি করতে এসেছিল বলে তদন্তকারীরা জানিয়েছেন। কিশনগঞ্জের এসডিপিও কামিনী বালা বলেন, 'ইসলামপুর ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও কিশনগঞ্জ পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে একটি সোনার বিস্কুট সহ দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।' উল্লেখ্য, গত ২৮ ডিসেম্বর গোয়ালপোখর থানার মণিভিটা এলাকা থেকে ১৫ লক্ষ টাকা মূল্যের চারটি সোনার বিস্কুট সহ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। ইসলামপুর মহকুমা পুলিশ জানিয়েছে, সেই ঘটনার সূত্র ধরেই এদিন অভিযান চালানো হয়েছিল।

নকল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বানানোর অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি ঃ এক যুবতির ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে ছবি ডাউনলোড করে নকল ফেসবুক অ্যাকাউন্ট বানানো এবং ওই যুবতিকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল। শিলিগুড়ি সংলগ্ন ফকদইবাড়ি এলাকার বাসিন্দা ওই যুবতি বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে শিলিগুড়ি থানার সাইবার ক্রাইম শাখায় একটি লিখিত অভিযোগও দায়ের করেছেন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ফকদইবাড়ির ওই যুবতির একটি ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ছিল। অভিযোগ, সেই প্রোফাইল থেকে তাঁর ছবি কেউ বা কারা ডাউনলোড করে। এরপর তাঁকে ফোন করে অ্যাকাউন্ট ডিঅ্যাক্টিভেট করতে বলা হয়। তা না করলে তাঁর ছবি বিভিন্ন জায়গায় আপলোড করে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হয়। অভিযোগ, এরপরই ওই যুবতির ছবি এডিট করে একটি বিকৃত রুচির ছবির সঙ্গে মিলিয়ে ফেসবুকে নকল আইডি বানানো হয়। বিষয়টি জানতে পেরে ওই যুবতি পুরো ঘটনার বিবরণ দিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেন। যুবতির অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

ধর্মঘটের হুমকি

প্রথম পাতার পর

সরকার যদি ১৭.৫০ টাকা মজুরি বৃদ্ধির ওই প্রস্তাবে অনড় থেকে তা পাকাপাকিভাবে পাস করিয়ে নিতে চায়, তবে সর্বাত্মক আন্দোলন হবে। ১৮ তারিখ গোটা ডুয়ার্স-তরাইজুড়ে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হবে। সরকার যাতে এটা না করে সেজন্য আমরা ১৬ তারিখ সমস্ত সরকারি অফিসে গিয়ে শ্রম দপ্তরের উদ্দেশ্যে স্মারকলিপি জমা দেব।' এদিন শিলিগুড়িতে জয়েন্ট ফোরামের আহ্বায়ক জিয়াউল আলম বলেন, 'শ্রমিক বা মালিকপক্ষ কারও মতামত না নিয়েই রাজ্য সরকার ১৭.৫০ টাকার অন্তর্বর্তীকালীন মজুরি বৃদ্ধি করেছে। কীভাবে কীসের ভিত্তিতে এই বৃদ্ধি করা হল তা স্পষ্ট নয়। শ্রমিকরা এই বর্ধিত মজুরি গ্রহণ করবে না। আমরা ইতিমধ্যেই বাগানে বাগানে প্রচার শুরু করেছি। আসলে রাজ্য সরকার শ্রমিকদের মধ্যে বিভাজনের নীতি নিয়েছে। এটা চা শিল্পের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। রাজ্যের এই ভূমিকার প্রতিবাদে আগামী ২৪ জানুয়ারি উত্তরকন্যা অভিযানও হবে।' তৃণমূল কংগ্রেস মজদুর ইউনিয়নের সভাপতি মোহন শর্মা এবং অন্যতম শীর্ষ নেতা বাবলু মুখার্জি বলেন, জয়েন্ট ফোরাম বা বিজেপি তাদের অস্তিত্ব জাহির করতে এখন এসব বন্‌ধ বন্‌ধ খেলার হুমকি দিচ্ছে। শ্রমিকদের জন্য বর্তমান রাজ্য সরকার যা করেছে তা বিজেপি বা সিপিএম কখনও ভাবতেও পারেনি। জোর করে যদি বন্‌ধ করা হয়, তবে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে আমরা তা রুখব। চা মালিকদের অন্যতম সংগঠন টাইয়ের ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রাম অবতার শর্মা বলেন, ১৭ তারিখের বৈঠকে আমরা খোলা মনেই যাব। আলোচনার মাধ্যমেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।